কবিতার কাছাকাছি একা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক

আকাদমিআ

৩৬ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

KABITAAR KACHAKACHI EKAA

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রকাশক

পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত

ক্যালিফোর্নিয়া প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টার

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া

ডেভিস সি. এ. ৯৫৬১৬

প্রচ্ছদ

শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

মুদ্রক

সুবীরকুমার পোদ্দার

পিপ্‌সল লিট্‌ল প্রেস

৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন

কলকাতা ৭০০ ১০২

প্রথম সংস্করণ

নভেম্বর ১৯৮১

কপিরাইট

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য

দশ টাকা

উৎসর্গ

আনন্দ বাগচী

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালোবাসায় অভিমানে

কবিতার কাছাকাছি একা

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। নভেম্বর উনিশ শ একাশিতে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত। প্রকাশক : পল হোয়াইটফিল্ড হর্ন প্রফেসর পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত, টেক্সাস ইউনিভারসিটি। পরিবেশক : আকালমিঞা, কলকাতা। প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন। সতেরটি কবিতায় কাব্যগ্রন্থটি অলঙ্কৃত।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভালবাসায় অভিমানে'-র মতো 'কবিতার কাছাকাছি একা'-তেও একই মন্ময়তা রয়েছে। যে আবহসঙ্গীত সমস্ত কাব্যগুলিতে টাইটেল মিউজিকের মতো বেজে গেছে। আপাত সূত্রহীন এক প্রচ্ছন্ন সুর বেজে গেছে। কবি আত্মার রোমন্থন পৌনঃপুনিক তরঙ্গে, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মহতি বিনষ্টি'-তে :

☐ মানুষ জানে না জানে গাছের সবুজ পাতা রোদ্দুরের চাঁদা
শীতের রাত্রির হাওয়া বালির চিতায় একলা নদী।

জানে অভিভূত দুঃখ অনিবার্য ব্যর্থতা আঘাত
পৃথিবীর অন্ধকার দিন রাত্রি ধুলো বারোমাস।

মানুষ জানেনা, খুব দেরি হয়, মহতি বিনষ্টি হয়ে যায়।

অপজীবন থেকে টেনে তুলে আমাদের দেখায় :

☐ চিন্তায় চৈতন্যে দীর্ঘ নিমজ্জিত বোধের ওপারে
কেবল তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক
কিছুই বলে না?

আমরা এক আত্মনির্মাণে নিমগ্ন হতে থাকি। সমস্ত নির্যাস সমস্ত বেদনা হাত ধ'রে নিয়ে যায় এক অদীন ভুবনে। জীবনের যাপনের সমস্ত অপবাহুল্যকে সরিয়ে রেখে আমরাও কবিতার কাছাকাছি একা হয়ে যাই। যে নিঃসঙ্গতাকে পূর্ণ করে কবিতাগুলি। এবং পরিণামে সঙ্গ নিঃসঙ্গতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান ঋজু অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের। স্বনির্ভর করে। অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার অবসান ঘটে! বলতে পারি :

☐ আমি তো সবার কাছে স্থির আছি
জয়ে পরাজয়ে এতোদিন।

বলতে পারি :

☐ একমাত্র হন্তারক জেনেও আমাকে ক্ষমা করো
হে নির্মম পরম সুন্দর!

সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, আর্তি, হাহাকার—জন্ম জন্মান্তরের এক বিচিত্র সমীকরণে দ্বিধাহীনভাবে নির্ভার ক'রে তোলে আমাদের। আমাদের নির্জীবতা, দীনতা, তুচ্ছতা খ'সে যায়।

কবিতার কাছাকাছি একা

কবিতার কাছাকাছি একা

মহতি বিনষ্টি

মানুষ জানেনা, জানে গাছের সবুজ পাতা রোদ্দুরের চাঁপা
শীতের রাত্রির হাওয়া বালির চিতায় একলা নদী।

জানে অভিভূত দুঃখ অনিবার্য ব্যর্থতা আঘাত
পৃথিবীর অন্ধকার দিন রাত্রি ধুলো বারোমাস।

মানুষ জানেনা, খুব দেরি হয় মহতি বিনষ্টি হয়ে যায়
কোথায় অত্যন্ত কাছে দূরে শব্দ ক'রে বাজে অদৃশ্য নূপুর।

স্বপ্ন ভাঙ্গে, শব্দ হয়না অশ্রুপতনের
বুকের পাঁজর ছিঁড়ে ঝরে যায় শীত ও শোণিত শব্দহীন।

মানুষ জানেনা, জানে অনন্ত প্রান্তরে একটি নির্বাসিত সিশু
একটি দুর্বোধ্য পাখি পাতার গা বেয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জল।

পৃথিবীর পুরনো নিয়মে

তাজা চকখড়ির মত ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে বেলা গেল
ইশকুলে তোমার
আমার চোখের সামনে দীর্ঘ হল
উঠোনের ঝাপসাভীরু জামরুলের ছায়া
পলকা ঘরদোরের ভিত্তি কাঁপিয়ে অনতিদূরে ছুটে যায়
চক্রধরপুর হাওড়া ট্রেন
ছড়িয়ে জ্যোৎস্নার খই পথে কারা নিদ্রাহীন পথে কারা গেল
কে আর এলোনা।
আকাশে অদ্ভুত গাঢ় নীল।
শুধুমাত্র শূন্যতায় শুধুমাত্র শূন্যতায় এত গাঢ় নীল!
বহু অপমান গ্লানি উপহাস বিদীর্ণ দুঃখের বেলা যায়।
এখন অত্যন্ত শান্ত নম্র বিশ্বস্ততা নিয়ে থাকা
ভালো মনে হয়
জীবনের কাছে।
জীবনের কাছে? আমি জানিনা বুঝিনা শুধু দেখি
তাজা চকখড়ির মত ক্ষ'য়ে গেল বেলা তার
ব্ল্যাকবোর্ডে ইশকুলে

আমার চোখের সামনে উঠোনের জামরুলের ছায়া
পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো নিয়মে
দীর্ঘ হয়, ভেঙে যায়।

নষ্ট বাউলের মতো

ছেড়ে চ'লে যেতে যেতে ভ্রষ্ট বাউলের মত দূর হতে
ফিরেছি আবার
তোমরা দেখেছ, নীল কালচে দাগ চোখের কোলের
গেরু পাঞ্জাবীর লোনা রিফু ক্ষয় তামাটে চুলের নীচে মুখ
গম্ভীর পাথর মনে হতে পারে
রূঢ়ভাষী মাটির কর্কশ
স্বপ্নের সন্ত্রাস লেগে থাকতে পারে শুকনো চোখে
জলজ অতীতময় স্মৃতি
পৃথিবীর ঢের ট্রেন হাইওয়ে স্কাইস্ক্রেপার নদী
ব্যস্ততম শহরের শান্ত ছায়া গাঢ় ঘুম
মৃত্যুর স্তব্ধতা
বিস্তীর্ণ মায়াবী মাঠ রক্তমুখী কাঁকর জ্যোৎস্নায়
দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া দশটা এগারোটা, পিপাসার হাত, হাতে
সমর্পিত ঋতুর ভাঁড়ার
ছেড়ে চ'লে যেতে যেতে ভ্রষ্ট বাউলের মতো
দূর হতে ফিরেছি আবার
মোহগ্রস্ত মানুষের মতো।
সব ঠিকঠাক আছে পুরনো গল্পের ন'টে গাছটি পর্যন্ত
বাসি পাখি
দুমড়ানো রোদ্দুরটুকু তোমার ঘুমন্ত ঘ্রাণ আমার অসুখ
দুলে ওঠা রক্তস্রোত গয়নার নৌকোয় ঝড়
আদিগন্ত টবের ডালিয়া
সেই প্রিয় জটিলতা বুক ভোর অতৃপ্তির তাপিত ঠিকানা
ছেড়ে চ'লে যেতে যেতে নষ্ট বাউলের মতো
সুদূর পৃথিবী থেকে
আবার ফিরেছি প্রিয়তমা।

নস্টালজিয়া

মাঝে মাঝে ফিরে যাবো রুগ্ণ নদী রোদ্দুরের কাছে
গ্রামীণ বালকবেলা বাঁশ বনের ভিতরে একাকী
শীতের রাত্রির মাঠে শরীরের পিপাসার গ্রীষ্মে বহুদূর
অকারণ ক্রোধে জোরে খুব জোরে মার সঙ্গে কথা বলা
তাপিত বিকেলে

মাঝে মাঝে চলে যাব
মিহি গেরু ধুলো পায়ে পথে
চুলে শুকনো হিমঝুরি ও মুখে রুক্ষ ধারালো হাওয়ার
কাটাকুটি, চোখে নিয়ে কালসিটে সজল
দাঁড়াবো কার্পেটে এসে
হুমড়ি খেয়ে পড়ব ফের
দ্রুত উর্ধ্বশ্বাসে ভাঙব সিঁড়ি
ভুলো থাকব ডুবে থাকব
তীব্র আনুগত্যে যাব বেজে
তোমার মসৃণ পথে, তোমার নিরুদ্ধ পটে, তোমার পায়ের তলে
একা।
মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে হাত পা ছড়াব
একটি নিখুঁত টিলে থ্যাতা করব নির্দ্বিধায়
মাথা নেড়ে নেড়ে যেন আমাকে টিটকিরি দিচ্ছে
এরকম নিরীহ গিরগিটি।

পিছনে দিগন্ত রেখা

বাউল রাখেনা মনে বাউল জানেনা শীত স্মৃতি
সে শুধু জেনেছে পথ তরুতল তাতল সৈকতে ঘন ছায়া।

পিছনে দিগন্ত রেখা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে
পিছনে ব্যাকুল হাওয়া পথে পথে ধুলোয় লুটোয়
পিছনে তোমার মৌন অন্ধকার সমুদ্রের মতো
ধূপের ধোঁয়ার মতো ভালবাসা, তাকে ভালবাসা
ভেঙে যায়।

তুমি ঘরে একা, তুমি মনে রাখো, তাকে মনে রাখো
না ঘুমিয়ে চিররাত, দেখো দুঃখী সংসারের ছবি
পটের ছবির মত মগ্ন স্থির তন্বী শ্যামা শিখরী দশনা
পৃথিবীর তামাশায় সুতমিতরমণী সমাজে।

বাউল রাখেনা মনে বাউল জানেনা শীত স্মৃতি
সে শুধু জেনেছে পথ তরুতল তাতল সৈকতে ঘন ছায়া।

পিছনে দিগন্ত রেখা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে।

সামান্য স্বপ্ন

আমি যাব, হেঁটে যাব, শব্দহীন পুরনো পথেই
উত্তেজনা ছড়াব না,
অতি সাধারণ স্বপ্ন কাহিনীবিহীন জীবনের
বুকে আগলে চলে যাব মৃত্যুর ওপারে
শব্দহীন।
হয়ত রাত শেষ হল কিংবা কে জানে এই মধ্যরাত কিনা।
ঘুম হয়না, দূরে বাইরে
প্রতিধ্বনিতে চমকে দিয়ে
কারা চ'লে যায়
দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয় মন্থর হাওয়া ও মেঘ
কোন গ্রাম এ কোন শহর
কিছুই ঠাহর হয়না, মানুষের মুখ যেন কতকাল মুছেই গিয়েছে
তবু মানুষের মত অবিকল মুখের মিছিল
তবু কবিতার মত অবিকল অপব্যয়ী আলো
নিদ্রায় নিহত নারী রাজধানীর বাণিজ্য কাঁদায়
কবি ও কমরেড শুধু উড়ো খৈ ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যায়
যে আর ফেরেনা তার অকূল উদ্দেশে।
আমি যাব, হেঁটে যাব, শব্দহীন পুরনো পথেই
অতি সাধারণ একটি সামান্য স্বপ্নের জন্যে
উত্তেজনা ছড়াবনা দেশে।

নিস্পৃহ

আজকাল হেঁটমুখে ম্লান দুঃখগুলি ফিরে চলে যায়
লজ্জায় আরক্ত হয় ঝ'রে যায় ব্যর্থতাগুলিও
আকাশের শূন্যতায় কাঁপে নীল দুঃশীল দুপুর
ভীতু পাখিটির মত দিন পালায় রাত পালায়, ভাসে
বুক খোলা পুকুরে জল বিন্দু নিয়ে নিচু পদ্মপাতা
অভিরুচিহীন জ্যোৎস্না ব্যঞ্জনাবিহীন
চোখের জলের শব্দ বেজে ওঠে ক্রমাগত
শুনছেন শুনছেন।

দেখতে দেখতে

দেখতে দেখতে কেমন ক'রে শক্ত হয়ে ওঠে শরীর
অস্থি পর্যন্ত শব্দ ক'রে বেজে ওঠে নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলে
স'রে যায় নিঃশব্দে ভীতু পাখির মত বালককাল
স'রে যায় অভিমান নদীর পাড় গর্ভে গাছগাছালির ছায়া
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের কালি ঢালা অন্ধকারে, যন্ত্রণার জোনাকি
ডানা ছেঁড়া রুগ্ণ মেঘে মেঘে মৃতস্বপ্ন হিমে নীল আকাশ
জীর্ণ জামা শীর্ণ মুখ গৃহহীন ছন্নছাড়া এক কিশোর
দেখতে দেখতে কেমন করে ভীষণ উত্তপ্ত বেলায় নিঃসঙ্গ
হয়ে ওঠে, যেন কারও ব্যথিত চোখের কোল বেয়ে
গড়িয়ে চলেছে অশ্রুপাতের মত, দেখতে দেখতে
প্রায় জীর্ণ পৃথিবীতে সব চেয়ে পুরনো নিয়মে এই রকম
ঘটে যায় এই রকম ঘটে যেতে থাকে এই রকম

এক অশান্ত ছেলেবেলা পেরিয়ে তীক্ষ্ণ তর্জনীর মত
ঋজু দ্বিধাহীন শরীর, শরীরে ঘন শ্যাওলা লতাগুল্ম
জলজ উদ্ভিদ আর স্মৃতি আর গর্জন আর হাহাকার
প্রকৃতির প্রতি প্রতিশোধের প্রপন্নার্তি, কার জন্ম কার জন্মান্তর
বড় বেশি বেদনায় বড় বেশি ব্যাকুলতায় এই রকম
ট'লে যায় আচ্ছন্ন হাওয়া ভরে যায় নক্ষত্রের সূচনা
পাথরে বালিতে কাঁটায় ফণিমনসায় ভ্রমর কৌটোর মাঠ
রূপকথার তীর্ণ তেপান্তর মুচড়ে গুনগুনিয়ে ওঠে মহিমা
দেখতে দেখতে আকাশ ছাড়িয়ে বিসারিত হয় জীবন।

□

মাঝরাতে একটা সেতারের বাজনায়
ঘুম ভেঙে যায়
জেগে দেখি
তোমার তারায় ভরা আকাশ।

একটা সুগন্ধ স্পর্শ ডেকে নিয়ে যায় হঠাৎ
গিয়ে দেখি
তোমার জীর্ণ শাখায় ফুটে ওঠা ফুল।

একটা ব্যাকুল করজোড়ের মতো ব্যর্থতা
আমাকে মিনতি করে কত দুপুর
ছুটে গিয়ে দেখি
কেউ নেই কিচ্ছু নেই শুধু হাওয়া।

উৎকণ্ঠায় কান পেতে থাকি
ছুটে ছুটে বাইরে যাই
যদি তুমি ডাকো
যদি তুমি আসো।

□

তুমি অসুস্থ
আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

সারাদিন মেঘ ছিল
এলোমেলো হাওয়া

আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

সারা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি

আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

□

এবার সহজ ক'রে বলো
স্পষ্ট ক'রে ব্যঞ্জনাবিহীন
দেখ ঢের বেশি বেলা হলো
মেঘে মেঘে চ'লে গেল দিন।

এবার সহজ ক'রে বলো
দ্ব্যর্থহীন মাটির মতন
যেমন শিশির টলোমলো
পদ্মের সুগন্ধভীরু মন

আমরা হেঁটেছি বহুদূর
ছেড়েছি অনেক ঘর দেশ
ঢের জন্ম অনেক মৃত্যুর
আত্মইতিহাস অনিঃশেষ

তুমি সাক্ষী একমাত্র, তাই
তাকিয়ে রয়েছি ছলোছলো
কাছে থাকি কিংবা দূরে যাই
আজকে সহজ ক'রে বলো

ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি।।

ঘুম না আসা রাতের আকাশ বলেছিল
আজন্ম বহন ক'রে বেড়ানো বেদনা বলেছিল
অনপনেয় কলঙ্ক আর অপমান বলেছিল
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ভেসে যাওয়া এ জীবন বলেছিল
তুমি অসুস্থ
তোমার অসুখ

বালকের মতো অভিমান আমাকে তোমার কাছে যেতে দিল না

□

তুমি এসেছিলে
সারা ঘরদোরে সুগন্ধ
জানালায় দরজায় পর্দায় পর্দায় সুগন্ধ
দেওয়ালে মেঝেতে ইঁটে বালিতে সুগন্ধ
আলমারিতে সুগন্ধ জামায় কাপড়ে সুগন্ধ
মোমবাতির শিখায় উঠোনের অন্ধকারে
চিলেকোঠায় চিঠির বাক্সে ছবির অ্যালবামে
ভাতের থালায় জলের গেলাসে ছেঁড়া পাতায়
লেখার কলমে জলের ফোঁটায় সহস্র স্মৃতিতে সুগন্ধ
ভিখিরীর পাঁজরে সুগন্ধ শত্রুর চোখে সুগন্ধ
বন্ধুর ঈর্ষায় সুগন্ধ পবিত্রতায় সুগন্ধ অপবিত্রতায় সুগন্ধ
জন্মে মৃত্যুতে ধ্বংসে সৃষ্টিতে
উল্লাসে হাহাকারে
সম্পদে দারিদ্রে
তোমার সুগন্ধস্পর্শ, সখা।

□

তোমার জন্যে যা কিছু তুলে রেখেছিলাম—
গেটের বোগেনভিলা বাগানের অশোক
বিছানার শাদা চাদর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস

যেমন চশমার চোখ রাংতা মোড়া তরোয়াল
মানুষের মত ঠিক চিতা
বুঝিয়েও দিয়েছ অনেক
সংশয়ে জ্বালায় বিপর্যয়ে
সুদিনে দুর্দিনে।
দেখা হয়েছিল। সত্যি দেখা হয়েছিল?
কে জানে এ শেষ কিনা নাকি শেষ হল অন্ধকারে!
তা যদি হয়ও তবে নিরুপায়, তুমি
নিরভিমানের নীলে শূন্যতায় কেন
রক্তলিপ্ত এ জীবন ভাসিয়ে দিলে না।

তোমার ভুবনে

মাঝে মাঝে এই রকম দুলে ওঠা ভালো
মাঝে মাঝে এই রকম টালমাটাল
জীবন ঝাঁকিয়ে বেজে ওঠা
আমূল অস্তিত্ব মুচড়ে জেগে ওঠা ভালো
দূর থেকে, একটুখানি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখা
ভালবাসা তোমার ভুবন
তোমার মুখের নিবিড়তা শ্যাম সজল আভাস
জলভারাতুর স্বচ্ছ মেঘমালা
অভিমানী অপরাহ্ন নদী
নদীর ভিতরে স্বপ্ন শ্লোকোত্তর দুঃখের প্রতিমা
মাঝে মাঝে এই রকম দীর্ণ হতে হতে
স্থির হওয়া ভালো
জামরুল গাছের ছায়া, তার নীচে, একটি শঙ্কার কুঁড়ি কাঁপা
সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে,
কিংবদন্তি দুপুরের উপচে পড়া কারুকার্যে
কাহিনী বিহীন
একটি গল্পের সানুদেশে
স্তব্ধ হওয়া ভালো
মাঝে মাঝে, ভালবাসা, অসম্ভব ভুবনে তোমার।

মাঝে মাঝে

'চাওয়া পাওয়া কোনওদিন এক শুভদৃষ্টিতে মেলেনা।'
তাই মাঝে মাঝে পুষ্ট শাখা ও প্রশাখা সহ গাছ
কেমন শুকিয়ে যায়।
তাই মাঝে মাঝে কোনো নদী
বালির চিতায় স্থির শুয়ে থাকে।
কোনও কোনও পাখি
ব্যথিত ডানার ভারে পড়ে থাকে কঠিন মাটিতে।
ভাঙাচোরা মানুষের ছিন্ন জীবনের লুব্ধ চোখ
অশ্রুর অমিতাচারে ভেসে যায়—
ব্যক্তিগত বিপুল ভুবন।
মাঝে মাঝে কেউ এসে চলে যায় কাচের দেওয়ালে
একটি বিদীর্ণ দাগ এঁকে।

পাতা ঝরে

কতোদূরে চলে আসি তুমি কতো দূরে থাকো
আমি তা জানিনা।
আমার খেয়াল খুশি দৌড়ে যাই হুমড়ি খেয়ে পড়ি
ছড়াই দুহাতে জল ওড়াই বাতাসে নীল
সুগন্ধী রুমাল
অকূল মায়াবী মাঠে হেঁটে যাই প্রান্তরের গভীরে একাকী
প'ড়ে থাকে স্মৃতি আর কাঁটাঝোপ রক্তাক্ত খোয়াই
কতো দূরে চলে আসি তুমি কতো দূরে থাকো
আমি তা জানি না।
আমার খেয়াল
তাই হাত বাড়াই, থামেনা কখনো
দিগন্ত ঝাঁপিয়ে সোজা ছুটে যাওয়া উর্ধ্বশ্বাস ট্রেন
শূন্য নীল পারাবার ভেঙে উড়ে যাওয়া ত্রস্ত পাখি
শীতের রাত্রির নদী অপসৃয়মান স্থির বেলা
কেবলই নিহিত নারী নিদ্রায় নিথর গলে যায়
নানা রঙের দিনগুলির

কতো গল্প কত প্রতিশ্রুতি
অরণ্যের শাদা লাল শুকনো পাতা ঝ'রে যেতে থাকে
জীবনের কলরোল ক্রোধ ও চিৎকার ছেয়ে
অনিবার্য ঝ'রে যেতে থাকে
কতো দূরে চলে আসি তুমি কতো দূরে থাকো
আমি তা জানি না।

অনন্ত কাহিনী

সমস্ত অস্ফুট ভাষা জানি আমি
ঘাসের বা বৃক্ষসমাজের
নারীর ও নক্ষত্রের সঙ্গমের সংগ্রামের প্রেম অপ্রেমের
ললাটলিপির মত দুর্বোধ্য জটিল সব ভাষা আমি জানি
সমস্ত রহস্য মুচড়ে শাদা চোখে দেখতে ও দেখাতে
গদ্য ও পদ্যের যাদু
প্রেতায়িত কঙ্কালের পাশা
ভীষণ জাগ্রত মহাশ্মশান—এই মাননীয় মানব সমাজে
তুখোড় তান্ত্রিক ধূর্ত বাবাজীর শক্তি ও বিভূতি
এই মৃত্যু অপমৃত্যুময় জীবনের ধ্রুব মানে আমি জানি
কী করে নাচায় নিজে নাচে একসময় ধূর্ত ধৃষ্য গণনেতা
করতলামলকিবং আমি জেনে গেছি
কখনো সম্পূর্ণ হয় না নিঃস্ব হয় না মানুষের ক্ষুধার কাহিনী।

মায়াজাল প্রবাস আমার

এ এক আশ্চর্য দেশ মায়াজাল প্রবাস আমার।
ফুরোচ্ছে এক একটি দিন বদলে যেতে যেতে
ঠিক বক্তব্যের মতো
দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দৃশ্য নিরন্তর আসছে যাচ্ছে নিপুণ নিয়মে
সার্কাসের মতো দূর এই মফস্বলে হয়
কৃষক ও কবি সম্মেলন
আমি কাছে থেকে দেখি দূরে থেকে কৃপাপ্রার্থী মানুষের মতো
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখি
এই উল্লাসের ত্রাসের দৃশ্যের
অপসৃয়মান দ্রুত চালচিত্র দুর্ভাগ্যের কাঁধে হাত রেখে

'কে হে তুমি কে হে বাপ, গাঁইয়া ভূত, পথ ছাড়ো
দাঁড়াতে জানো না—'
ত্রস্ত ব্যস্ত সরে যাই হাত পা ছড়ে তীক্ষ্ণ কাঁটাতারে
আমার সমস্ত রক্তবিন্দু থেকে নিক্ষিপ্ত নির্ভুল
বিদ্ধ কাতরতাময় ইচ্ছাগুলি ধুয়ে মুছে যায়
অচঞ্চল নীলিমার অকূল প্রবাহে।
এ এক আশ্চর্য দেশ মায়াজাল প্রবাস আমার।
আমি তার কেউ নই, কেহ নই, কিছু নই, তবু
আলোকিত জানালার ফ্রেমে বন্দী দিগন্ত আকাশ পাখি হাওয়া
আমার নিঃসঙ্গ তপ্ত ললাটে বাস্তব স্পর্শ জাহ্নবীর ক্ষমা
মাঠে মাঠে দীপ্ত দান শস্যময়
জীবনের ম্লান করতলে
হাজার তারার আলো সহস্র নদীর জলধারা
এ এক আশ্চর্য দেশ মায়াজাল প্রবাস আমার।

বদলে নেব

এভাবে যাবো? যেভাবে যেতে চাইছি?
যেভাবে যেতে ভেঙেছে সব স্বপ্ন
ছিঁড়েছে শিরা খুলেছে মুঠো শক্ত
বসেছে থাবা বুকে ও পিঠে পাঁজরায়
করেনি ক্ষমা জীবন প্রপন্নার্তি

কিভাবে তবে আগুনে আরো পুড়ব
জলে ও ঝড়ে নিয়তি তবে লগ্ন?
রেখেছি সবই ক্ষুধিত পদপ্রান্তে
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সত্তা

এভাবে তবে বেঁকেছে পথ, ক্লান্তি
পাথরে তাপে বালিতে নীল গ্রীষ্ম
তবুও কেন হাঁটছি এবং হাঁটছি
এভাবে কবে ফুরোবে মৃত প্রান্তর

বদলে নেব এমনি করে একদিন
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সত্তা

বর্গী এল দেশে

এই সময় চেনা তো মুশকিল
এই সময় হাওয়ার বেগ বেড়ে গেছে
এই সময় ঝড়।
এই ঝড়ে আম জাম তেঁতুল
একাকার হয়ে উড়ে যায়
বিশাল প্রান্তরে।
এই ঝড়ে
স্থির হয়ে দুদণ্ড একলা
দাঁড়ানো কঠিন
দিন যায় রাত্রি যায় দিন
দরজা জানালা বন্ধ ঘরে
ধুপের ধোঁয়ার মত ভীরু ভালোবাসা ও বিশ্বাস
সহসা সহসা আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়
মন্দিরের ছায়া
কেঁপে ওঠে
অন্ধ পতঙ্গের মতো লুব্ধপ্রেত ছায়ার মানুষ
সমস্ত আকাশ মুচড়ে আর্তনাদ ছড়াতে ছড়াতে
ওই অগ্নিকুণ্ডে ডুবে যায়
ফিরে আসে
অবৈধ মানকচু কাঁটালতা
ঝাঁকড়া হয় নটে
বৃদ্ধবটে ডানা ঝাপটে গল্পের ব্যাঙ্গমা
বলে, ঘুমা ঘুমা
বর্গী এলো দেশে।

দ্রোহ

আমাকে দাও আগুন আমি ছড়াবো হাতে পায়ে
জানিনা কার খেত খামার রয়েছে অগোছালো
কার ব্যথার নীল শিরার রক্ত ওই মেঘে
জলোচ্ছ্বাস বাড়ুক ব্রিজ ফাটুক যাক ভেসে
আমাকে দিলে গরল আমি ছড়াবো সব থালায়
জাগুক তবে জঙ্গলের ক্ষুব্ধ চিতা ময়াল

শ্লেটের রঙ পেশীর সাদা খড়ির দাগ ক্রোধে
ফুটুক দিন প্রতিজ্ঞার শপথ, আমি যাবো
একাই ভেঙে আতঙ্কের ধূসর নীল পাহাড়।
আমাকে দিলে আগুন, থামো, তোমাকে আগে জ্বালাই।

কবিতা

সবাই ফিরিয়ে দিল
ধর্ম সুখ সফলতা ব্যর্থতা ধিক্কার
মৃগয়ার মত তৃষ্ণা স্বপ্নের প্রতিমা
সবাই ফিরিয়ে দিল
এই ভার কেউ কি কখনও নিতে পারে
এই জন্ম এ জীবন রক্তলিপ্ত জটিলতাময় এই ভার
কেউ কি কখনও নেয়, তবু
তবু একটা নিরঞ্জন বেদনা-নিরুদ্ধপট ছবির মতন
ব্যঞ্জনাবিহীন তীর্ণ প্রান্তরের ভাসমান জ্যোৎস্নার মতন
তাপিত কপোল বেয়ে মন্থর গড়িয়ে পড়া
অশ্রুর মতন
কে যেন অপেক্ষা করে আছে
শুভ্র পিপাসার মত জেগে আছে চিররাত
আমার জন্যেই।
সবাই ফিরিয়ে দেয়
তীর্থ তীর তরুতল লোকোত্তর তরণী বিগ্রহ
সে শুধু সংশয় ছিঁড়ে দ্বিধার আকাশ মুচড়ে
প্রচ্ছন্ন প্রার্থনা হয়ে ডাকে।

কবিতার সুখ দুঃখ

তখনো তোমার কন্ঠ
ভাঙা পেন দুমড়ানো কাগজ ফিকে কালি
অসমর্থ শীর্ণ হাতে ভীতু স্বপ্ন চোখের কোলের কাছে নদী
মাটির কোঠায় রাত ঝাপসা কাচ সর্বাঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া গ্রাম
অভিভূত দুঃখগুলি
তখনো তোমার কন্ঠ ছিল।

এখনো তোমার কষ্ট
হেঁটে হেঁটে আসতে রাত বাইরে কোলাহল
ঘরে তীর্ণ অন্ধকার শীত শব্দগুলি জলে ভেজা
ব্যস্ত ও বিরক্ত দিন রাত্রি স্মরগরলের পদ
টাল সামলে ওঠে ত্রাণ বাজে মৌন বেদনা আকাশ
অনির্বচনীয় দুঃখে
এখনো তোমার কষ্ট হলো।

ভুলের ওপারে

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
সমস্ত ভুলের বাইরে সমস্ত ভ্রান্তির পরপারে
নিহিত তাৎপর্য রয়ে যায়
নিগূঢ় ব্যঞ্জনা যেন ফুটে ওঠে গভীর গোপনে
নিবিড় শূন্যতা স্থির অচঞ্চল নীল হয় আকাশে আকাশে।

ভুল হলো, ভুলে মস্ত ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
এই কষ্ট অভিমান অপ্রেমের এমন অসুখ
এমন অশান্ত নীল অত্যাচার জীবনের অবিমৃশ্য দ্রোহ
বিদ্ধ হাহাকার ত্রাস সমস্ত ছাপিয়ে
জেগে উঠবে কিছু
আলোকিত উচ্চকিত নিরূপম গভীর সঙ্কেতে।

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
একটি গল্পের শেষে অন্য একটি গল্পের আভাস
একটি বিরহ মুচড়ে দুলে ওঠে
মিলনের মৃত্যুমুখী মালা
দুর্বোধ্য ললাটলিপি পাঠোদ্ধার হতে না হতেই
দ্বিতীয় জন্মের সম্ভাবনা
যেন একটি রূপকথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
বৃদ্ধ বটের ব্যাঙ্গমা বলে যায়
তোমাকে আমাকে।

একদা মন্দিরে

রেবা, তুমি কি এমনি করে আস্তে আস্তে ছবি হয়ে যাচ্ছো
অজস্র দুঃখের রঙ আর রেখায়
ব্যথা আর বেদনার কারুকার্যে
আস্তে আস্তে স্পষ্ট আয়তন পাচ্ছে তোমার
গভীর চোখ ব্যথিত কপোল চিবুকের কাটা দাগ
বাঁ চোখের ব্যথা সহ রূপ পাচ্ছে তোমার বিগ্রহ
তুমি ধীরে ধীরে বন্দী হয়ে যাচ্ছো আমার কালিতে অক্ষরে
সেই কৈশোরের চোরকাঁটার মতো
জড়িয়ে যাচ্ছে তোমার আঁচলে শিশুরা
একটা সেলাই মেশিনের শব্দ অবিরল রক্তে রক্তে বেজে যায়
দুঃখের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ব্যক্তিগত রিফু শিল্প
এমব্রয়ডারি
গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় তোমার গোপন অশ্রু
মাটি থেকে নক্ষত্রের বনের দিকে
ইট সিমেন্টের কংক্রীট তোমার চতুর্দিকে
গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাথা তুলেছে উর্ধ্বে
বাদলদা বলেছিলেন, তোমার মন্দির হবে একদা
আমার আকৈশোর ধ্যানের প্রতিমা, তুমি
একদা মন্দিরের জন্যে
শাদা পাথর হয়ে যাচ্ছো।

নির্বন্ধ

যতো ভাবছি চলে যাবো যত ভাবছি ফিরে যাবো ঘরে
ততো একটা তৃষ্ণা এসে সমুদ্রের মতো ভেঙে পড়ে
একটা মরুভূমি এসে গ্রাস করে শস্য জলকণা
যতো ভাবছি চলে যাব যতো ভাবছি এখানে আসব না
মন্দিরের ছায়া কাঁপে ধ্যানমূর্তি বুদ্ধ কাঁপে নাকি
শিল্পধ্যানে একা একা, আর কতোদিন আছে বাকি
কে জানে, দিবস যায়, রজনীও, নক্ষত্র বলয়
মাথার অসুখ হয়ে আমাকে উন্মাদ করে বলে ওঠে জয়

গেয়ে ওঠে গান ভ'রে সমস্ত সংসার যজ্ঞধূমে
যতো ভাবছি ফিরে যাবো, যতো ভাবছি যাবোই নির্ঘুমে
একটা নির্বন্ধ হয়ে ডেকে ওঠে প্রবাদের পাখি
ওঠো জাগো শোনো দেখো আর খুব বেশি নেই বাকি।

টেরাকোটা

ধরে রাখতে ইচ্ছে করে সব কিছুই
অপমৃত্যু অসাফল্য অকৃতকার্যতা
সুখস্বপ্ন স্মৃতিবীজ দুঃখের গুঞ্জন
ধরে রাখতে ইচ্ছে করে
সব কটি সকাল দুপুর
সমস্ত দুরন্ত বেলা ভেঙে চুরে যাওয়া রাত্রি দিন
একটি জীবনের চালচিত্ররূপ নিরুদ্ধ প্রতিমা
ধরে রাখতে ইচ্ছে করে
সামান্য কীটের চলাফেরা
মৃতের গভীর গাঢ় আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা
অনাহত শব্দে শব্দে
একটি ভীতু পাখির সাহস
শীতের রাত্রির মাঠ রাজধানী নিক্ষিপ্ত উল্লাস
একটি শিশুর ছায়া
তার নিচে একাকী মানুষ
ধ'রে রাখতে ইচ্ছে হয় উপমায় তোমার বেদনা
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নীল ঈর্ষা নিষ্ঠুরতা
সব কিছুই ধ'রে রাখতে শব্দে বেজে যায়
জলে ঝড়ে দুরন্ত প্রার্থনা।

কবির মানায় না

কবি তো কবির মতো, অন্য কিছু কবিকে মানায়?
কবির মানায় না অত দ্রুত ছুটে যাওয়া আসা
অকারণ ত্রাসে ও উল্লাসে
হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়া
পৃথিবীর দুরন্ত চৌকাঠে।
কবির মানায় না ক্রোধ প্রতিবাদ প্রতিশোধ স্পৃহা

তার চেয়ে দু পাঁচটি হাততালি
পকেটে কুড়িয়ে বাড়ি ফেরা ভালো
পিঠ চুলকে পরস্পর, ফালতু গালাগালি
মানায় না কবির আর বিষেশত যখন প্রবাহ
যখন দুরন্ত স্রোত কবিদের
ধুয়ে দিচ্ছে সামাজিক গ্লানি
নষ্ট পৃথিবীর পাপ অভিশাপ নীল অত্যাচার
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঈর্ষা কৃতঘ্ন বন্ধুর দেঁতো হাসি
পুরু ঠোঁটে প্রতিষ্ঠার লোভ
কৌশল ও কাড়াকাড়ি
কবির মানায় না
একমাত্র নারী তার লুঠ হলেও
ছিঁড়ে নেওয়া কারো কণ্ঠনালী
দুঃখ হাহাকার মেশা একটি দারুণ পদ্য লেখা ছাড়া কিছু
অন্য কিছু কবিকে মানায়?

মনে পড়ে

তোমার অসুখ, একলা শুয়েছিলে,
দুঃখী দুপুরের শঙ্খচিল
চোখের আকাশে ধু ধু উড়ে উড়ে গিয়েছিল, কেউ
আসেনি তোমার সামনে শুশ্রূষার হাতে
দেখেনি তোমার ঘরে অন্ধকার শীত রাত্রি কেউ
বলেনি শয্যায় ধুলো বালি।
তোমার অসুখ, একলা শুয়েছিলে
মনে পড়ে, কবি?

তোমার অসুখ, একলা জেগেছিলে
জাগরণময় অশ্রুচোখে
তবুও প্রেমের গল্প তবুও প্রেমের গান তবুও মুক্তির
কাহিনীবিহীন মন্ত্র উচ্চারণ করে গিয়েছিলে
দুঃসাহসী পথে একা সঙ্গীহীন
অভিরুচিহীন অন্ধকারে।
তোমার অসুখ, একলা বেঁচেছিলে,
মনে পড়ে, কবি।

স্বপ্নশব

আমি শহরের লোক নই। আমি স্পষ্ট গ্রামের মানুষ।
শহরে থাকার সখ ছিল, এখন অনন্যোপায় আছি।
গ্রামের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। এখন ফেরার পথ কই?

আমি শহরের লোক নই, যদিও শহরে বসবাস।
কঠিন মসৃণ পিচে হাঁটি, দাঁতে কাটি ময়দানের ঘাস
নিক্ষিপ্ত উল্লাসে জ্বলে উঠি স্বকাল পুরুষ নিরন্তর
ক্রমাগত রক্তের ভিতরে সন্ত্রাসের গোপন খবর।

কবে যাব, কবে বাড়ি যাব, পাঁচ মাইল সাত মাইল হেঁটে
মধুবন থেকে ছোলাডাঙা, রক্তমুখী মাঠ বন নদী
বেলা যায় বেলা যায়, দূর গ্রামের ভিতরে ঘন ছায়া
ছায়ার ভিতরে হিমে নীল একটি স্বপ্নের মৃতদেহ।

আক্ষেপানুরাগ

যেন হঠাৎ রোমাঞ্চিত কদমফুলে চোখ পড়েছে
যেন প্রথম শ্রাবণ রাতে জুঁই ফুটেছে ঘন ব্যথায়
ভরা বাদর শূন্য ভাদর আর কখনো হয়নি যেন
ডাকেনি আর ডাহুকী আর বাঁশির শব্দ আচম্বিতে
যেন প্রথম, পৌরাণিকা, স্মরগরল সত্যি হলো।

আমার জন্যে পূর্ণ দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছে বুড়িয়ে যাচ্ছে
মুড়িয়ে যাচ্ছে নটে, তাতল সৈকতে পালাচ্ছে ছায়া
ধারাবাহিক গল্প ভেঙে টুকরো হচ্ছে স্মৃতির ভিতর
আমি ভীষণ শক্ত মানুষ, অনাবশ্যক আমার জন্যে
অশ্রুব্যাকুল দুর্বলতায় হাত রেখেছ শুশ্রূষাতে।

আমি ভীষণ একলা মানুষ চিরজীবন ঘরের ভিতর
সে ঘর বাহির করলে তুমি পৌরাণিকা কিসের জন্যে
দেখছ আমি অভিমানের পরিত্যক্ত ছেলেবেলার
বকুলতলা জ্যোৎস্না ভেঙে ফিরে চলেছি ফিরে চলেছি।

একদা প্রেমিক

ওই কালভার্ট ছিল একলা আমার। তোমরা থাকো।
গালগল্পে রাত বাড়াও, ট্রেন যাক, চাঁদ উঠুক, একা
ওই রাস্তা আমাদের অতি ব্যক্তিগত ছিল
লেভেলক্রসিং রেলব্রীজ
মনে পড়ে রেবা?
হলদে নিমপাতার হাজার হাজার ঝরে যাওয়া
সহসা বাতাসে গায়ে মাথায় তোমার মুখে
লোকপুর গোবিন্দনগর
কেঁদুয়াডিহির মাঠে শীত শীত শীত আর শীতের চাদর
মনে পড়ে?
সেই মাঠ সেই পথ সেই কল্লোলোকোত্তর নদী?
তোমরা থাকো, রাত বাড়ুক, চাঁদ উঠুক, একা
আমি যাই।

রাধা

আমার দুঃখের ফোঁড়ে কারুকার্য করেছ পোশাকে
আমার ব্যথার বর্ণে রঙীন তোমার উত্তরীয়
আমার দহনে দীপ্ত মুখশ্রীতে প্রতিভা তোমার
এ তুমি কী অসম্ভব দেখালে এ যে কী
তোমার ঘনিষ্ঠতমা নিবিড়তমা যে
আমারই হৃদয় মুচড়ে কেড়ে নেওয়া
অন্ধকার ব্যাকুল প্রতিমা।

তবু মনে পড়ে

এমনি করেই চলে গেল রোজ দিন দুপুর
বারোটি বছর ঘুরে ফিরে দূর ঘন বনে
পৃথিবী মুচড়ে নেমেছে বৃষ্টি আক্রোশে
জ্বলছে ক্রুদ্ধ সূর্য তাতল সৈকতে
ভেঙেছে চৈত্র রোদনে বুকের নষ্ট দিন
অনতি অতীত তিরিশে পুড়েছে পূর্বাভাস

এখন মগজে অনবরতই লোডশেডিং
থ্যাঁতা মুখ বুকে গ্লানি ঠোঁটে হাসি লজ্জাহীন
খর রোদ্দুরে অচেনা বাতাসে আততায়ী
ধারালো ছবির আকাঙ্ক্ষা করে মর্মভেদ
প্রতিটি স্বপ্ন যেন প্রতিবাদ পাইপগান
জ্বলে সুতমিতরমণীসমাজে রাজধানী।

মনে পড়ে? তাকে মনে পড়ে? সেই একা মানুষ?
হাঁটুতে চিবুক, বয়েছে নীরবে গঙ্গাজল
নিষ্ঠুর পিঠে বেজেছে হাজার করতালি
সিক্সটি এইট সিক্সটি নাইন কলকাতা,
মনে পড়ে তাকে মনে পড়ে সেই নিরভিমান
নিঃস্ব ব্যাকুল অবয়বহীন দুঃখী মুখ?

এমনি করেই ঝরে গেল রাত দিন দুপুর
বারোটি বছর ঘুরে ফিরে একই ঘন বনে
বারোটি বছর একটি দুপুর বেদনাময়
বেকার যুবক ভেঙে তিরিশ ধুলোমলিন
পৌনঃপুনিক দিন যায় রাত প্রেতায়িত
এখনো কবিতা মনে পড়ে তোকে মনে পড়ে।

জলের পিপাসা

এ কার তামস তৃষ্ণা, এত তীব্র পিপাসা, জলের?
জলেরও পিপাসা ছিল?
মানুষের স্বপ্ন মেধা সভ্যতার চূড়া
যেন পান ক'রে নেবে
এত তার তৃষ্ণা ছিল
এত তীব্র পিপাসার্ত ছিল?.
এ কার উলঙ্গ ক্রোধ অকূল আগ্রাসী এত ক্ষুধা
মাননীয় মানব সমাজে
এত স্পর্ধা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে জীবনের ভিত
এ কার তামস তৃষ্ণা, এত তীব্র পিপাসা, জলের?
চিতা বাঘিনীর মত চতুর উজ্জ্বল ঢলে নেমে এলো
প্রান্তরের দেশে।
শুধু জল?

গোঁয়ার

বলি, নাম, নেমে দাঁড়া, এত লোক দেখ যায় পথে
মাথা নিচু ঘাড় হেঁট মেরুদণ্ডহীন হেঁটে যায় ভেসে যায়
এত লোক, তুই নাম, নেমে দাঁড়া গিয়ে মাচানতলায়।

গোঁয়ার। শোনেনা কথা, বসে থাকে, অনলস চেয়ে বসে থাকে
দুচোখে দিগন্তগুলি জড়ো করে কী ভীষণ অন্ধকার বাঁকে।

এখনো পিতামহ

আমাদের পিতামহ এখনো পড়িয়ে নেন চিঠি
রাজধানী কলকাতা দিল্লী
ম্যাকমোহন লাইন পিকিং
কিছুই জানেন না
একমাত্র হন্তারক অদৃশ্যে অনন্তকাল
সব কিছু লক্ষ্য করছে
কেবল জানেন।
বৃদ্ধ পিতামহ কিছু বোঝেন না
কেন এদেশে যুদ্ধ ঠাণ্ডাযুদ্ধ সবুজ বিপ্লব
বিপ্লবের প্রস্তুতি ও ধূর্ত চোখে কঠিন কব্জিতে
এত উত্তেজনা
নিদ্রাহীন রাত্রির বাতাসে কেন ভেসে আসে
ষড়যন্ত্র আতঙ্কের ভাষা
কেবল বোঝেন
একজন অনন্তকাল এই হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে
বিনামূল্যে
ভিখিরীকে এবং রাজাকে।
আকাশে বোয়িং জেট গভীরে পাতাল রেল
কী ভীষণ শব্দে ছুটে যায়
পিতামহ
কিছুই শোনেন না, শান্ত নির্বিকার রাত্রির উঠোনে
দেখেন অলঙ্ঘ্য কার নিয়ত নির্দেশে এই দেশে
ব্রাহ্মমুহূর্তের আলো
সূর্য জবাকুসুমসংকাশ।

সেই থেকে

সেই থেকে পাখি ডাকেনা পাতা ঝরেনা একটিও গোলাপ
ফোটেনা বৃষ্টির শব্দে বাজেনা বিস্তৃত ব্যথা আর
যেন কেউ কোথাও নেই এমনি জনমানবশূন্যতা
এমনি জীবনানুগ ভ্রমণ
এমনি অভিরুচিহীন দীর্ঘ হেঁটে যাওয়া
অনন্ত দুপুরময় নৈঃশব্দের করতলে অন্যমনস্কতা
সেই থেকে জানলার ফ্রেমে ধূ ধূ নীল
ভাসেনা সে মিষ্টিক বাউল
যে চলে গিয়েছে কবে দ্রুততম সহসা বাঁকের
নিঃশর্ত আড়ালে
ক্রমাগত বেড়েছে অসুখ ক্রমাগত সতর্ক সাইরেন
দুঃখী নিদ্রাহীন রাতে স্বপ্নে বিদ্ধ শৈশবের হিম
স্মরণীয় লিরিকের শিলীভূত বিস্মরণ আবিষ্কার জয়
অবিমৃশ্যকারিতায় আযৌনকাতর যুবা উপেক্ষিত একা
যেন সংস্কারদগ্ধ অগ্নিমুখী নীতি কাহিনীর শেষ সংক্ষিপ্ত অধ্যায়
সেই থেকে কোনোদিন কেঁদুয়াডিহির মাঠে বিকেল নামেনি
ডাকেনি সেই থেকে পাখি পাতা ঝরেনি সমস্ত হলুদ
পৃথিবীর গাছে গাছে থমকে আছে যেন ফেটে যাবে
অনন্ত দুপুরময় জানালার নীল ফ্রেমে বন্দী বাউলের
স্থির চিত্রহীন বেলা।

ডাউন সল্ট হিল

দুধের মতন শাদা কুয়াশার ভিতরে পাহাড়
পাহাড়ের ঘনশ্যাম মৌনের ভিতরে
রেশমী জোৎস্নায় ভিজে যায়
পার্বতী স্বপ্নের একটি নদী
এই রকম অবিকল এই রকম একটি ম্লান ছবি
কতোদিন হলো দেখে এসেছি ডাউন সল্ট হিলে।

ছোটোনাগপুরের এই সমতলে কেন্দ্রবিন্দু ঘিরে
ছবি আছে, ছোটো ছোটো পাহাড় ও নদী

পুরনো অরণ্য কিছু

জ্যোৎস্না নেমে আসে যথারীতি

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নময় দিগন্তে ওপারে।

তবুও একেক দিন কোনো রাতে স্নায়ুর ভিতরে
সতর্ক সজাগ সেই বুনোমাথা উস্কো খুস্কো ঝাউ
হিমে নীল ঢেউয়ে ঢেউয়ে মত্ত হয়
দুধের ভিতরে ঘনশ্যাম
মৌনের ভিতরে একটি নদী
পার্বতী স্বপ্নের মত ভেঙে ভেঙে যায়
আমার চোখের কোলে
ব্যর্থতার বিদীর্ণ কিনারে।

কে যেন একজন

লক্ষ্য করছি এই হাত এত অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে প্রতিদিন
যেন সে আমার নয়
এই শিরা উপশিরাময় দুটি চোখে জল এত জল ছিল?
কখনো জানিনি।
কিছুদিন হলো সহসা কে কড়া নেড়ে যায়
মুহুর্মুহু মধ্যরাতে অভ্রান্ত অস্তিত্ব নাড়া দিয়ে
খোলা জানালার পথে হিমে নীল নিঃশ্বাসের মত স্নান হাওয়া
পূর্বপুরুষের সভা নক্ষত্রমণ্ডলী ঘিরে
অশ্রুতে উদগত
আমার সম্ভ্রান্ত ক্ষমা নির্দ্বিধায় ফেলে যায় অপমানময় অন্ধকার
পথের দুধারে।
লক্ষ্য করছি কিছুদিন ঘুমের ভিতরে একটা খরস্রোতা পার্বতী নদীর
দুরন্ত সেতুর সামনে শ্মশ্রুময় কে যেন ডাকছেন
আকুল আগ্রাসী হাতে কে যেন ডাকছেন
আকাশে আকাশে তাঁর ব্যক্তিগত কাতরতা
আমি কি বিপুল ভয় পাই?
আমি কি নীরক্ত নীল করবীর নিষিদ্ধ গন্ধের রেখা
চুরি হয়ে যেতে দেখি রাত্রির কিনারে?

কে জানে হয়ত তাই, লক্ষ্য করছি, কে যেন তখন
চকিতে গোটায় ছায়া, থর থর নির্বাসিত সিশু,
গম্ভীর পাথর, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ফ্যাকাশে আকাশে
কে যেন তর্জনী ওষ্ঠে রেখে বলে,
এই দাঁড়াও, একচুল নড়োনা।
আমার সমস্ত ইচ্ছা টুকরো হয়ে থমকে যায় দুপায়ের পাতা
যেন বদ্ধমূল অনড় প্রোথিত
নিমগ্ন নিশীথ নিংড়ে কেঁপে ওঠে ব্যাকুলতা
জীবনের জটিল সন্ত্রাস।

দেখা

দেখা হয়েছিল, তাঁকে দেখা
হয়েছিল খুব একলা একা
শুধু তাঁকে, মনে আছে মুখ
সকলেরই চেনা দুঃখ সুখ
লেগেছিল ওষ্ঠে ও ভ্রূকুতে
কেঁপেছিল আচৈতন্য ছুঁতে।
ছেঁড়া খোঁড়া কাহিনী বিহীন
শুধু দিন শুধু রাত দিন
মনে আছে দেখা হয়েছিল
ভিড়, ছায়া ছিল না একতিলও
পাথর বিস্তৃত গ্রীষ্ম তাপ
বালি আর বাতাসে প্রলাপ
পৌরাণিক রক্তমাংসময়
আটপৌরে এমন সময়
দেখা হয়েছিল, শুধু তাঁকে
একা একলা সহজ পোশাকে
তিনি কবি। মনে পড়ে তাঁর
অশ্রুবাষ্পময় অন্ধকার।

মাস্টার মশাই ঃ আনন্দ বাগচী

বৃদ্ধ হচ্ছি প্রতিদিন, সেই গ্রাম্য কিশোরের কপালে কালসিটে ধূর্ত ছায়া
চোখের কোলের নীচে, খেয়ে দিচ্ছে বেদনার পরমায়ু
রুপালী রেখায় কালো চুলে
ধাতব চিৎকারে ক্রোধে মৃত্যুতে কুটিল করুণায়
বৃদ্ধ হচ্ছি প্রতিদিন পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো রাস্তায়
অনতি দুর্গম বাইরে ক্ষিপ্ত উল্লাসে চলেছে কারা
প্রতিধ্বনিতে চমকে দিয়ে
কারা চলে যায়
মানচিত্র ঝলসে দিয়ে, অকুল অস্তিত্ব মুচড়ে দিন যাচ্ছে
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো দিন
নতুনচটির পথে আসতে যেতে ঃ সেগুন মহুয়া ফল ঝরে
বিস্মৃত স্মৃতির মতো, মৃত তৃণাঞ্চিত মাঠ শীত গ্রীষ্ম উদাসীন ক্লাসের জানালা
রোদ্দুরে জলের সিঁড়ি ঘাসের চপ্পল দুঃখী পুরনো গাছের পুরু ছায়া
দুপুর, ফুরোচ্ছে ঘণ্টা, কান্ট থেকে পালিয়ে র‍্যাবোঁর কাছে রিলকের নির্জনে
কোথায় পালাবো, তাঁর সেই প্রিয় প্রবাসী ঘরের দরজা ঠেলে
ঋজু গ্রাম্যতায় রোজ উপদ্রবে দ্রব তাঁর মুখ মনে পড়ে তার দূরমগ্ন চোখ
চোখের ভিতরে রম্য ব্যথাতুর অলৌকিক জল আর ঝাপসা ভীরু ছায়া
হারিয়ে যেতে মানা নেই রূপকথার রুক্ষ কাঁটাজমি তেপান্তর ধূ ধূ মাঠ
দুঃখী কিশোরের রুদ্ধ দিন আর রাত আর দুর্বোধ্য হৃদয় তার মন
তাঁর কাছে কতোদিন গোপন বেদনা নিয়ে জেগেছিলো অন্ধকার জলের মতন।
এখন সমস্ত ছবি ঝাপসা হয় চোখের জলের শব্দ হয় না, বাজেনা পায়ে পথে
সেগুনের শুকনো পাতা, উড়ে ধুলো নষ্ট মৃত নদীর চিতার বালি ছাই
বাইরে বাঁকুড়া জুড়ে ক্রান্তিসূর্য আগুন ছড়ায়
টাল সামলাতে ব্যস্ত জীবন এখন
এ যেন নিষিদ্ধ দেশ নিষিদ্ধ সময়ে ঘরে ফেরা
তবু ফিরে গেছ তুমি প্রবাসের শেষে, কলকাতায়, ফেলে দূর মফস্বলে
মৃত নদী প্রান্তরের এই দেশে পুরনো গল্পের মত জীবনের রাত আর দিন
হাতের তাঁতের বোনা গল্প যেন আর যন্ত্রণার
শস্য শিহরিত নীল অন্ধকার
আমার আকীর্ণ চরাচরে।

কবি

চলে যায় শান্ত পায়ে দীপ্ত ঋজু ফিরেও তাকায় না একবার
প'ড়ে থাকে অন্ধকার প'ড়ে থাকে পথ রেখা প'ড়ে থাকে
রাত্রির প্রান্তর
সেগুনের শুকনো পাতা ফুল হাওয়া খোলা দরজা
হাহাকার হাওয়া
নির্দিষ্ট গল্পের টুকরো অভিমান সুগভীর ব্যথার কাহিনী
রুক্ষ পটভূমি প'ড়ে থাকে একা নিরুত্তাপ একটি নিশ্চল
পারাপারে
চ'লে যায় শান্ত পায়ে দীপ্ত ঋজু ফিরেও তাকায় না একবার।

কিঙ্করদা

আমি তাঁকে দেখিনি কখনও।
তবু হবে, দেখা হয়ে যাবে।
তবু তাঁর হা হা হাসি শুনতে পাওয়া যাবে
বাঁকুড়ায় কলকাতায় দিল্লীতে বা শান্তিনিকেতনে।
দেখা হবে ফের।
সুজাতা ও বুদ্ধদেব গান্ধীজী সাঁওতাল পরিবার
যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্তি শূন্য মাঠ গ্রীষ্মের দুপুর
নতুন শস্যের গন্ধ পিয়ার্সন পল্লীর আকাশ
সকলে একসঙ্গে ডেকে অভ্যর্থনা জানাবে বিপুল
বলে উঠবে, কাকে চাই, কাকে, কিঙ্করদাকে?

ঘাড় নিচু মাথা হেঁটে হেঁটে হেঁটে আমরা চলে যাব
কিঙ্করদা, তোমার সেই কল্পলোকোত্তর দীর্ঘ পথে
মাটির ও পাথরের কাগজ কালির এক অনন্য ভুবনে
এক দরজা থেকে অন্য দরজায়
তোমার যে হাজার দুয়ারী রাজপুরী
স্তম্ভ ও খিলান থেকে আত্মঘাতী তীক্ষ্ণ রেখা থেকে
প্রশ্ন উঠবে একসঙ্গে, কাকে চাই, কাকে, কিঙ্করদাকে?
আমি তো দেখিনি তাঁকে
তবু হবে, তবু দেখা হবে।

বাঁকুড়া কলকাতা দিল্লী পিয়ার্সন পল্লীর আকাশ
মৌন ও মন্থর কাঁপে
পৃথিবীর রক্ত চলাচলে
সৃষ্টির বিমূর্ত কান্না নিংড়ে নেয় অলৌকিক তুলি
তোমার ছবির শিরা উপশিরা বেয়ে
ফোটে তপ্ত প্রাণের প্রতিভা
হয়তো এবার দেখবো ভাঙাচোরা তোমার ভিটেয়
কেউ কেউ ফলক সাঁটছে
আমাদের মতো কোনো মূঢ় মুগ্ধ কবি
দুপাতা দুঃখের পদ্য বানাচ্ছে
তুমি যে
খোলামেলা ভালোবাসতে তাই তোমাকে
রোদে জলে ঝড়ে
দাঁড় করিয়ে রাখা হয় কয়েকশ বছর।
আমি তো দেখিনি তাঁকে, তবু হবে,
তবু দেখা হবে,
যেদিকে তাকাব রূপে অরূপে বা নিত্য নিরঞ্জনে
যে যেখানে আছি দেখব কিঙ্করদা, তুমি যে
ঢেকে আছো নীলিমার মতো।

সাক্ষীস্বরূপ

লোকে হাসলো, তা হাসুক, আমি নিচু হয়ে
পথে ধুলো থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়া সরল বিশ্বাস
কুড়িয়ে নিলাম।

লোকে হাসলো, অপমান, সহস্র গ্লানির খর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে
জীর্ণ হতে হতে আমি, মনে পড়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
সারাদিন তাকিয়ে রইলাম।
লোকে হাসলো, তা হাসুক, ভ্রূক্ষেপবিহীন
আমি একলা দ্বারে তার অন্ধকার করাঘাত হয়েই
বাজলাম।

কিছুই বললোনা, শুধু নিষ্পলক
জেগে রইলো দূরে একটা তারা।

আমাকে নিলেনা

আমাকে নিলেনা সঙ্গে। এই জন্ম জন্মান্তের তীরে
মাথা নিচু হেঁটে যাই ব্যর্থতার নিবিড় তিমিরে
আকাশে উত্তাল মেঘ বাতাসে ব্যাকুল করাঘাত
আতপ্ত দুঃখের রাতে একটি স্বপ্নের ভীরু আকাঙ্ক্ষার হাত
যেন অনাদ্যন্ত কাল জন্ম মৃত্যু পার হয়ে ডাকে
আমাকে কি? চমকে উঠি, স্পষ্ট শুনি, আমাকে, আমাকে
ব্যর্থতার মত ম্লান মন্থর প্রহর প্রতিধ্বনি
সবাই গিয়েছে সঙ্গে, চলে গেছ, আমাকে বলোনি।

দিন যায় রাত্রি যায় যেন স্বপ্ন সান্ত্বনার ছলে
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুপ্ত সম্ভাবনা দূর লগ্নে তারা হয়ে জ্বলে
এখনো দুঃখের তীব্র প্রতিবাদ দীনতার নির্ভীক ভ্রূকুটি
অকূল অস্তিত্ব মুচড়ে অভিমান অন্ধ ছুটোছুটি
এখনো বিদীর্ণ কান্না দুরন্ত প্রাণের বন্ধ ঘরে
একটি আজন্ম ব্যর্থ লুব্ধ প্রেত পৃথিবীর রক্ত চরাচরে
সমস্ত জীবন নিংড়ে দাবী করে সহস্র জন্মের যতো ঋণ
কেউ না কিছুনা গেল শুধু দিন শুধু রাত্রি দিন।

আমাকে নিলেনা সঙ্গে। পথ বাঁকল ঘন অন্ধকারে
ঝড় উঠলো, ছিন্ন পাতা কাঁটাগাছ জটিল সংসারে
কী হলো, কী হলো? কই কিছু না রোদ্দুর বড় হাওয়া
বড় কষ্ট নষ্ট দিন স্বৈরিণী স্মৃতির কাছে ফিরে ফিরে যাওয়া
বড় অসহিষ্ণু নীল অসম্ভব গেরুয়া বেদনা
কে আমাকে ফেলে গেছে কে আমাকে সঙ্গে তার নিলোনা নিলোনা
শুধায় সহস্র চক্ষু কোটি কোটি উপহাস দাহ
আমাকে নিলেনা সঙ্গে। নিয়ে গেল জীবনের জটিল প্রবাহ।

বৃদ্ধদারুক

বৃদ্ধদারুক, তুমি ফুটে আছো আজো!
এখন যাইনা, এখন যাবোনা আর
আমি যে পরিত্যক্ত, বন্ধ দ্বার।

হয়তো কখনো দেখাই হবেনা, শুধু
স্মৃতির কাঁটায় জীবন করবে ধু ধু
বাতাসে বাতাসে শুধু হবে কানাকানি
প্রায় মুছে যাওয়া এই নাম, আমি জানি।
কবে যেন তবু তোমাকে চিনেছিলাম।
বৃন্ধদারুক, তুমি ফুটে আছো আজো?

পরিত্যক্ত

সবাই তোমাকে ঘিরে থাক। আমি বাহিরে চুপচাপ বসেছি।
সবাই তোমাকে ভালবেসে গন্ধপুষ্পে সুন্দর সাজাক।
আমি একলা পথে হেঁটে যাই নিরূপিত ব্যর্থতার দিকে।
তোমার কঠিন পরীক্ষায় যে পাশ করেছে তাকে দাও
মানপত্র। আমি ব্যর্থ, যাই, আমার প্রারব্ধ নিয়ে একা।

আমি তো দুঃখেই চিরকাল জেগে আছি জীবনের কাছে
বিশ্বাসপ্রবণ ভেসে যাই অন্তরঙ্গ আঘাতে আঘাতে।
নীচে রক্তমুখী শক্ত মাটি উপরে আরক্ত মেঘ জল
জাতিস্মর হে মুগ্ধ প্রেমের নীলাঞ্জন দীপ্যমান শিখা
নির্দ্বিধায় আমাকে পোড়াও ব্যর্থতার অন্ধকার ঘরে।

সবাই তোমাকে ঘিরে থাক। আমার থাকুক নীল স্মৃতি
নক্ষত্রের মতন জ্বলুক মণিময় শুধু ক্ষয় ক্ষতি।

জগন্নাথ

কেবল তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক, কিছুই বলেনা।
পথের রোদ্দুরে জ্বলে ব'সে থাকি, কিংবা নেমে যাই
খরস্রোতা নদীর ভিতরে
না ঘুমিয়ে সারারাত সারারাত যদি দেখি মেঘ
অথবা বিদীর্ণ দুঃখে ভেঙে যাই,
ভেসে যাই শতচ্ছিন্ন শিমুলের তুলো
কিছুই বলেনা, নিষ্পলক
কেবল তাকিয়ে থাকে

আমার আনন্দে বেদনায় দুঃখে সুখে স্খলিত
উল্লাসে হাহাকারে
জয়ে পরাজয়ে ভয়ে সফলতা ব্যর্থতায়
নিখিল ভুবনে
চিন্তায় চৈতন্যে দীর্ঘ নিমজ্জিত বোধের ওপারে
কেবল তাকিয়ে তাকে নিষ্পলক,
কিছুই বলেনা?

বোধগয়া

এই সেই উরুবিল্ব বন। এই সেই নিরঞ্জনা নদী।
এই সেই বজ্রশীল বোধিতল অভ্রভেদী নিস্তব্ধ মন্দির।
সহস্র জন্মের সিঁড়ি
বেয়ে বেয়ে নেমে যাই পার হয়ে যাই
পাপ পুণ্য অবসাদ তুচ্ছ তাৎক্ষণিক খণ্ড ক্ষয়িষ্ণু জীবন
দাঁড়াই তোমার সামনে।
নত শির। অবনত চোখ।
তাকাতে সাহস হয়না; যেন চেয়ে আছো
প্রেমময় সেই চোখে অম্লান অনঘ মুগ্ধ চোখে
স্নেহময়।
নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি।
মনে পড়ে স্পষ্ট যেন মনে পড়ে তুমি
নিরঞ্জনা জলে স্নান করে এলে, জীর্ণ ম্লান বিদ্যুতের মতো
দীর্ঘ ঋজু দেহ থেকে জল ঝরছে জটার কিরীট থেকে
অচঞ্চল অশ্বত্থছায়ায়
প্রণতি মুদ্রার মতো নান্দিকপতির কন্যা সুজাতা সম্মুখে
নিবেদিত মানুষের পরমান্ন।
সহস্র সহস্র দিন রজনী পেরিয়ে আজো অবিস্মরণীয়
থমকে দেখি
নিশ্চল শিলায় তুমি বসে আছো শান্ত স্থির অবিচল একা
অচঞ্চল অশ্বত্থের আতলশীর্ষের ছায়া প্রহরীর মতো
দিন যায় রাত্রি যায় জন্ম মৃত্যু পার হয়ে যায়
নির্বিকার নির্বিতর্ক নির্বিকল্পে স্থির
ধ্রুব নক্ষত্রের মতো জেগে আছো আমাদের মৃত্যুশোকে
নিঃসহ ব্যথার অন্তর্যামী

কেবলই দাঁড়িয়ে থাকি, বেলা যায়, দীর্ঘতর হয়ে আসে ছায়া।
চলে যেতে হবে আজো। কতো জন্ম জন্মান্তর এই ভাবে এসে চলে গেছি
মাথা নিচু করে, স্পষ্ট মনে পড়ছে
সেদিনো একাকী
জবাকুসুমসঙ্কাশ অরুণ নয়ন মেলে তাকালে নিঃসঙ্গ তরুতলে
কেউ নেই কিছু নেই কেহ নেই কাছে শুধু ছায়া
শুধু দীর্ঘ দ্বিপ্রহর দ্বিধাহীন অকূল কান্নার
স্রোতোময় প্রতিধ্বনি তীব্র করাঘাত
পরিত্যক্ত লুব্ধ প্রেত মানুষের।
ব্যথার বিদীর্ণ নেমে এলে।
নেমে এলে আমাদের লোকালয়ে পথের ধুলোয় মৃত্তিকায়।
তোমাকে প্রণাম।
যাই। সন্ধ্যা হলো, অসহিষ্ণু সহিস দাঁড়িয়ে,
জন্ম মরণের মতো নড়বড়ে এক্কার চক্র দ্রুত নিয়ে যাবে
পাষাণ সংসারে
তুমি শুধু নিষ্পলক চেয়ে থাকবে জানি, অনির্বাণ
আবার কখন কবে ফিরে আসব
কতো জন্ম কতো যুগ পরে।

তোমার জন্যে

তুমি আর আসোনা বলেই
চতুর্দিকে বইপত্র ছড়িয়ে রেখেছি
এলোমেলো সমস্ত সংসার
শয্যায় এমন ধুলোবালি।
তুমি আর আসছোনা বলেই
বাগানে আগাছা আর উই
জঙ্গলের মতো দীর্ঘ ঘাস
সাপের খোলস কাঁটালতা।
তুমি আর আসবেনা বলেই
কাগজের মুখোশ পরেছি
বোতলের ছিপি খুলেছি দাঁতে
তীক্ষ্ণ তর্জনীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছি দূরে একা
দারুণ উৎসাহে যাচ্ছি
মফস্বলে কবি সম্মেলনে।

একজন বাউল

দেখি দীর্ঘ হেঁটে যায় শব্দস্পর্শগন্ধময় একা
ধুলায় ধূসর পায়ে পথে পথে
যেন স্বপ্ন যেন পরিত্রাণ
উড়ে উত্তরীয় চুল দীপ্যমান গেরুয়া কার্পাস
খুশিতে বিচূর্ণ রোদ পাতার সবুজ শাদা মেঘ
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে যায়
উদাসীন
দেখি দীর্ঘ হেঁটে যায় পথে পথে সন্ন্যাসীর মত
দুটি রিক্ত শূন্য হাতে বিশ্ব সংসারের
অদৃশ্য সূত্রকে ধরে বাজিকর
মায়াদণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতে।
দেখি তাকে জলে ঝড়ে কিংবদন্তি অন্ধকারে ঢাকা
গাছের তলায় শূন্য নদী তীরে জীর্ণ জনপদে দূর বনে
স্বপ্নে জাগরণে ত্রাসে উল্লাসে প্রণামে অপরাধে
অনন্ত ক্ষমায়
অফুরন্ত দৃশ্যে দেখি
ওড়ে উত্তরীয় চুল গেরুয়া কার্পাস দীপ্যমান
চাপা ওষ্ঠে রহস্যের হাসি ও কৌতুকে আলোছায়া
কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো হেঁটে যায়
ঋক তরঙ্গের শীর্ষে মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় ধুলো পায়ে
রোমাঞ্চিত ঘাসে ঘাসে রুক্ষ কাঁটাজমির প্রান্তরে
কতোকাল।
দেখি শুধু দেখি তাকে
দীর্ঘ উত্তরীয় চুল গেরুয়া কার্পাস দীপ্যমান
কালের ভ্রূকুটি ভঙ্গ করে উড়ে যায়
ব্যাকুল হাওয়ায় ছিঁড়ে আদিগন্ত ঘন অন্ধকার
জানিনা বুঝিনা কিছু, মনে হয় দুঃখ জাগানিয়া
সে শুধু বাজিয়ে যায় ধ্রুবপদে স্মরগরলের চিরবাঁশি
ঘরকে বাহির করে সারারাত আমাকে জাগিয়ে রেখে একা
একটি নিষ্করুণ স্বপ্নে হাহাকারে ব্যর্থতায় আঘাতে আঘাতে
চিরলুব্ধ চোখে দেখি হেঁটে যায় উদাসীন
সব চেয়ে গোপন
সবচেয়ে দুর্বলতম আমার সংগ্রহ
দুটি ধুলোধূসরিত পায়ে
মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

ধর্ম আমাকে

ধর্ম আমাকে হাত ধরে এনেছে যে
বহু উঁচু নিচু পাথরে কাঁটায় একা
এত মেঘ এত হাওয়ায় আসবে কে যে
কেউ না কিছু না মিছেমিছি ফিরে দেখা।

ধর্ম আমাকে শিখিয়েছে জলে ঝড়ে
একটি নামের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনায়
কোটি জন্মের হাহাকার খসে পড়ে
কি ভাবে এবং কেন যে নির্দ্বিধায়।

ধর্ম আমাকে ছড়িয়েছে বহু দূর
মন্দির থেকে নিষিদ্ধ চুম্বন
ভালোবাসা ছোঁয় ত্রিকূট পাহাড়চূড়
একাকার করে বাঁকুড়া বৃন্দাবন।

ধর্ম আমাকে ঢেলেছে কৃষ্ণবিষ
নীল হয়েছে কি আমার ওষ্ঠাধর
এত মেঘ এত হাওয়ায় তীক্ষ্ণ শিস
কেউনা কিছুনা আঁধারে ভরেছে ঘর।

সুখের পায়রা

তোমার দুঃখের দিনে তাঁকে খুঁজলে বোকামি তোমার
তোমার ব্যথিত দিনে তাঁকে চাইলে তোমার মুর্খতা
দুর্দিনে দুর্যোগে তাঁকে কোথায় বসাবে, পুজো হবে?
ঘরের ভেতরে জল বাহিরে কাদা ছিন্নভিন্ন মেঘ
আকাশ মাথায় যেন পড়োপড়ো, তখন কি তাঁকে
কাছে ডাকে, ডাকে কেউ, তিনি তো আছেন
সর্বত্র। সুখের দিনে তাঁকে ভরো ধূপ ধুনো গুগ্গুলে।

জলে ঝড়ে

কেন পথে পথে তোর দিন যায় রাত যায় জলে
স্রোতে ভেসে যায় সব স্বপ্ন সফলতা গলে গলে
কার জন্যে ব্যর্থতার ম্লানকান্তি নীরব দুপুর
এত শূন্য মনে হয় কি বেদনা বুকে বাঁধে সুর
কে এলো কে আসব বলে এলোনা, বাতাসে কেউ ডাকে
তোর নাম ধরে কেউ অবিরল, দেখেছিস তাকে
কোনো দিন চুপি চুপি খুব দুঃখী ব্যাকুল বিকেলে
কেউ কি কখনো এসে চলে গিয়েছিল তোকে ফেলে?
কার জন্যে চোখে তোর কালি তোর এ জীবনময়
ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্রত, পথে পথে ফুরোলো সময়
মুড়োলো রঙিন নটে, চিতা বাঘিনীর অন্ধকার,
তবু একা জেগে থাকবি খুলে রাখবি দুঃসাহসী দ্বার
চেয়ে থাকবি সারারাত বিশাল প্রান্তরে তৃষ্ণা নিয়ে
ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমাহীন গল্প বুকে বানিয়ে বানিয়ে?
ঘরকে বাহির করে স্মরগরলের ধ্রুবপদে
কে তোকে শোনালো বাঁশি সংসারের বিশালাক্ষী হ্রদে
কী কথা কী লুপ্ত স্মৃতি কী যেন অস্ফুট প্রতিধ্বনি
জন্ম জন্মান্তর ভেঙে ভেসে আসে নিরুপম ঐশ্বর্যের খনি
যেন ঝলসে নিভে যায় ঘন অন্ধকারে তোর ঘর
নিরেট নিশ্ছিদ্র করে পৃথিবীর ব্যাপ্ত চরাচর
এমন কাহিনীহীন গল্প তোর বুকের গহনে
কী লাভ সাজিয়ে বৃথা চিরকাল কুঙ্কুমে চন্দনে
তুই কি ভাবিস কেউ তোর জন্যে মূল্যবান বেলা
নষ্ট করে কষ্ট করে এসে খেলবে তুচ্ছ ছেলেখেলা?
ব্যস্ত ও বিরক্ত কেউ তোর দুঃখে তোর যন্ত্রণাতে
এসে দাঁড়াবেনা হেসে জীবনের আত্মঘাতী রাতে
অভিভূত ভুলে তোর জটিল সন্ত্রাসে ত্রস্ত জননীর মত
তুই কি ভাবিস কেউ মুছে দেবে শুশ্রূষায় জীবনের ক্ষত?
দিন যায় রাত্রি যায় সংসারের নিরেট তামাশা
একটি জাগর দীপ জ্বলে তার জলে ঝড়ে ভীরু ভালবাসা।

তেজীয়সাং ন দোষায়

এই ছল মায়াজাল একমাত্র তোমারই মানায়, তোমাকেই।
উদ্দীপ্ত যৌবন নিয়ে জীবনের স্বপ্ন নিয়ে ডুগডুগি বানানো
ফেরিওয়ালার মতো পথে পথে অলিতে গলিতে
রঙচঙে টিনের পলকা হাতা আর্শী চিরুনি সাবানে
গৃহস্থের বৌ ঝিকে ঠকিয়ে
গলির দুপুর ভ'রে হেঁকে যাওয়া, মনোহারী—
মনোহারী চাই—
পাগড়ী থেকে পেয়ারা বা পায়রাকে উড়িয়ে
তোমারই মানায় বুড়ো খোকাদের খুশি টুশি করা
মধ্যাহ্নের মতো দীপ্ত সমর্থ পুরুষকে তুলে যুবতীর জ্বলন্ত চিতায়
আগুন পোহানো শীতে
জনপদবধূদের নিয়ে
প্রেমের নিগুঢ় লীলা করে যেতে তুমি পারো তুমি শুধু পারো
সহস্র গ্লানির সামনে এজন্যে দাঁড়াতে স্থির অপমানময়
বিদ্ধ হতে মানুষের ক্রোধে দ্রোহে নির্দ্বিধায় জ্বলে পুড়ে যেতে
অপ্রতিভ অপ্রস্তুত দুঃশীল প্রহরে দুঃখী ঘরে
দুর্জ্ঞেয় আতিথ্য নিতে অনায়াসে
তোমাকে মানায়
তোমারই মানায় শুধু একজনের সব ভেঙেচুরে চলে যাওয়া
জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া
অন্ধের বিশ্বাস নির্ভরতা।

ব্যবধানে

তুমি অমনস্ক ছিলে, নির্ভয় কীটের মত আমি
পা পেয়ে উঠেছি এতকাল
সহসা এমন শিউরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে দূরে
ভাবতেই পারিনি।
আরও যাব, নিঃশব্দে আবার আমি যাব।
এবার মায়ের কাছে বসে থাকব স্থির
সামান্য দূরত্বে ব্যবধানে
যদি কোনো অলক্ষ্য মুহূর্তে দুটি চোখে পড়ি
আলোকিত হই।

প্রতিদিন চিরদিন

প্রতিদিন ছিঁড়ে খাই তোমাকে তোমার মাংস খাই
প্রতিদিন পান করি পিপাসায় তোমার স্ফুরিত রক্তধারা

তিরিশটি মুদ্রার কাছে আত্মসমর্পণ করি আজো
হে প্রেম, তবুও তুমি পা ধোয়ালে অম্লান মোছালে

প্রতিদিন ছিঁড়ে খাই তোমাকে, তোমার রক্ত রোজ
তোমাকেই হত্যা করি কঠিন পেরেকে বিদ্ধ করে

স্বপ্নে সারারাত স্বপ্নে রক্তে ভেসে যায় হাহাকারে
কৃতঘ্ন কালের স্রোত ভ্রূকুটি কুটিল অন্ধকারে

একমাত্র হন্তারক জেনেও আমাকে ক্ষমা করো
হে নির্মম পরম সুন্দর।

তবু নাম

তবুও মানুষ নেবে নাম
তবুও মানুষ নাম নেবে।
কিছুই হলোনা, কিছু হয়? তবুও প্রণতি মুদ্রায়
কেঁপেছি চন্দনে অশ্রুজলে
কিছুই হলোনা।
কিছু কি হলো না?
হলো রেবার ওপরে অত্যাচার
নিষ্কাশিত ক্রোধে পড়লো অন্নভুক মাটির সংসার
ভেসে গেল অবোধ শিশুরা
স্বজন বান্ধব প্রতিবেশী দিল দুয়ো।
তবুও মানুষ নেবে নাম
তবু মানুষের দীক্ষা হবে।
বিশ্বাস প্রবণ ভেসে যেতে যেতে
একটি নামের হাহাকারে
স্থির হবে তীর্ণ ভালোবাসা
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে শ্রীহীন কপোল বেয়ে জল

শীতের রাত্রির হাওয়া কেটে যাবে বুকের দরোজা
বিদ্রূপের শাণিত আশ্বাস
তবুও মানুষ নেবে নাম
তবুও মানুষ নাম নেবে।

বিরোধাভাস

ওরা তো জানেনা তুমি একই সঙ্গে দুরকম কেন
জানেনা আলোর মত স্পষ্ট ও দুর্বোধ্য তুমি
আলো কেউ দেখেনি কখনো।

দেখে গাছ দেখে মাটি মাটির পৃথিবী ঘিরে জল
ওরা তো জানেনা তুমি একই সঙ্গে হাজার রকম অবিকল।

হাত

প্রায় ভুলেই গেছি শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে তাঁকে
মাঝে মাঝে তাঁর স্মৃতি আমাকে কাঁদায়।

তখন তুমুল হাওয়া বইতে থাকে, কাচের জানালা
কাঁপে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ ও বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়।

একা ও নির্লিপ্ত আমি হাঁটতে হাঁটতে
ভীষণ কিনারে গিয়ে পড়ি
কে যেন সহসা ধ'রে নেয় আমি বেঁচে থাকব বলে
কে যেন তর্জনী তুলে ধ'রে আমি থেমে থাকব বলে
সমস্ত জীবন যেন কাঁপতে থাকে
অবিস্মরণীয় অন্ধকারে।

বস্তুত চিনিনা তবু এরকম হয়, মাঝে মাঝে,
আমার ব্লুপ্রিন্টে তাঁর হাতের স্বাক্ষর টিপছাপ।

রক্তের ভিতরে

রক্তের ভিতরে আছে ঘরবাড়ী বাগান গম্বুজ
জোৎস্না রাত্তিরের একটা ডাকবাংলো নির্জন জীবনে।
এই রকম মনে পড়ে, সারাদিন ভুলে থাকি, রাতে
স্বপ্নে মনে পড়ে সব, দীর্ঘ সিঁড়ি বারান্দা কার্নিস
পুরু পর্দা ঘন রোদ এলোমেলো বাতাস দুপুর
রাতের ছাদের গল্প বিকেল বেলার চিলেকোঠা
রক্তের ভিতরে আছে স্মৃতিলব্ধ দরোজা জানালা
স্বপ্নে মনে পড়ে, আছে, জীবন যা চেয়েছিল সব
রক্তের ভিতরে স্থির স্বচ্ছ করতলগত চাবি।

জীবন জানেনা

এমন কি দেরি হতো যদি আসতে সেই দুঃখ ছুঁয়ে
যা ছিল পথের পাশে অবিকল প্রতীক্ষার মতো
যা ছিল সংসারে তীর্থ অন্ধকার রক্তক্ষতব্রতে
বুকের অত্যন্ত কাছে ক্ষয়ে যাচ্ছে যে ব্যথা সতত
প্রায় জীর্ণ পৃথিবীতে যে কান্না ফোটায় আজো ফুল
যে বিরহ ফুরোলো না দীর্ঘ দিবসে ও রজনীতে
যার জন্যে এজীবন আপাদমস্তক ব্যর্থ হলো
এমন কি দেরি হতো যদি আসতে সেই পথে পথে

এমন কি ক্ষতি হতো যদি আনতে স্মৃতিলব্ধ ছবি
কিছু স্পষ্ট কষ্ট ভুল কিছু নষ্ট শীত রাত্রি মায়া
অনুতপ্ত লণ্ঠনের ঝাপসা আলো ভাঙা বাস্তু নদী
রক্তের প্রাচীন চাবি পর্যটন প্রণয় তামাশা
জীবন জানেনা কিছু জীবন মানেনা কিছু, তার
স্পষ্ট প্রসারিত স্বচ্ছ করতলে জন্ম আর মৃত্যুর সন্তাপ?

স্থিরতায় আছি

আমি তো নিজের কাছে স্থির আছি
ছন্দে উপমায় নির্বাচনে।
যারা কোলাহল করছে রাগী শব্দে ফাটাচ্ছে বেলুন
চাঁদ শুদ্ধ উপড়ে এনে বসাচ্ছে পংক্তিতে
হুবহু তোমাকে তুলে আপাদমস্তক
জয় দিচ্ছে গণ্ডীর ভিতরে
আমি কি ওদের সঙ্গে যাব?
আমি তো তোমার কাছে স্থির আছি
রক্তে মাংসে অস্থিতে মজ্জায়।
আমাকে দিয়েছো এতো বিপুল বিস্তৃত ভালবাসার ভুবন
পাথর প্রান্তর হিম লতাগুল্ম দুঃখ বারোমাস
প্রায় জীর্ণ পৃথিবীর অগাধ বিশ্বাস
অন্তরঙ্গ অন্ধকার ভুল
আমি কেন কোলাহলে যাব আমি কেন
তোমার হুবহু মুখ ছিঁড়ে এনে ডাকব কবিসভা?
আমি তো সবারই কাছে স্থির আছি
জয়ে পরাজয়ে এতোদিন।

দেখা হয়

ঘরে ফিরতে বাইরে বেরোতে
সজনে নির্জনে দিনে রাতে
শুধু দেখা হয়।
শুধু মুখোমুখি তার সঙ্গে দেখা হয়।
কেন তার সঙ্গে এই দেখা?
এই ব্যথা
কেন সামনে পিছনে এমন
স্বপ্নে জাগরণে ক্রোধে ভালবাসা জুড়ে
আমাকে সে তাড়িয়ে বেড়ায়
সে কেন অনপনেয় সে কেন অনড়
ঘরে ফিরতে বাইরে বেরোতে

সজনে নির্জনে দিনে রাতে
শুধু দেখা হয়
কেন মুখোমুখি এই তার সঙ্গে দেখা?
এমন ব্যথার সঙ্গে চিরকাল তবে দেখা হবে
এমন বেদনা নিয়ে চিরদিন তবে
ঝ'রে যেতে হবে?
একি অভিশাপ
এমন ব্যথার সঙ্গে মুখোমুখি কেন দেখা হয়?

তুমি জানোনা

অক্ষমতা অক্ষমতা ভীরু তো সহস্রবার ভীরু।
আমি তো যুদ্ধার্থে যেতে
অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিনি।
নিতান্ত নিঃসঙ্গ অভিরুচিহীন বেরিয়ে চলেছি
দুপাশে ভীড়ের মধ্যে কোলাহল ভাঙাচোরা পথ
ধূসর গাছপালা শীত শূন্য মাঠ একা রুগ্ন নদী
ধু ধু গ্রীষ্ম হাহাকার জলবিম্ব স্নেহ ও শুশ্রূষা
একলা অভিরুচিহীন বেরিয়ে চলেছি
একি কোনো দুঃখ?
কী যে বলো
কোথায় কি ঝাঁটিফুল অবিস্মৃত পুরনো দুপুর
অতি ব্যক্তিগত জীর্ণ ভাঙা স্বপ্ন দেখে
আমার ললাটে রাখো হাত
আমাকে কাতর চিঠি লেখো
বড় হাসি পায়
যেন আমি ব্যর্থ অবসাদে ভীষণ তাপিত
তুমি তো জানোনা কিছু—কে আমার কতটুকু জানে
অক্ষমতা অক্ষমতা ভীরু তো সহস্রবার ভীরু
এই এলোমেলো মেঘলা হাওয়া ফেলে আমি
কোনো মুকুটের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র
প্রস্তুত করিনি।

গৃহদাহ

গভীর গোপন থাকলে ভালো হতো
কিছুই হতোনা
এমন অনর্থ এতো উত্তেজনা প্রকাশ্যে এমন দ্বেষ ঘৃণা।
কিন্তু আমি নিজের দুহাতে
গভীর ভিতর থেকে তুলে এনে
ছড়িয়ে দিলাম
দরজা জানালা খুলে উড়িয়ে দিলাম
এলোমেলো বিপুল হাওয়ায়
পুড়িয়ে দিলাম ওই গণ্ডমূর্খদের তীব্র তীক্ষ্ণ উপহাসের আগুনে
ওই লুব্ধপ্রেতচক্ষু স্তাবকবৃন্দের সামনে ভেঙে
টুকরো করলাম

তুমি হাসলে লজ্জাহীন তুমি হাসলে উত্তেজনাহীন।

গভীর গোপন থাকলে ভালো হতো
এমন হতোনা
এমন অজস্র স্বেদ অশ্রুপাত শীত ও শোণিত
ঝরতনা, এমন দুঃখ ভেঙেচুরে যেতনা হৃদয়
এতো এলোমেলো করে ব'য়ে যেতনা তীব্র ঝড়ো হাওয়া
গভীর গোপন থাকলে
পৃথিবীতে দগ্ধদিন জ্বরতপ্ত বেলা
নিজের স্বভাবে স্থির ব'য়ে যেত ঝ'রে যেত ফুল
তোমার বিখ্যাত মুখে জ্বালাত না ঘৃণার মৌমাছি।

নিরেট মানুষ

আমি তো সন্ন্যাসী নই যে তোমাকে ক্ষমা করব রক্তক্ষত চেপে
আমি তো সন্তের মত অভিশপ্ত না করে তোমাকে চলে যেতে
কিছুতে পারিনা, এই উদ্ভিন্ন ঘৃণা কি আমি তোমাকে না দিয়ে
পারি চলে যেতে? আমি মানুষের মতো তাই স্মৃতিদগ্ধ বুকে
অমার দুঃখের দিন আমার দুঃখের রাতগুলি
মানুষের মতো আমি সামান্য স্বপ্নের নষ্ট ভাঙা টুকরোগুলি

রক্তলিপ্ত জটিলতা সন্ত্রাস অসুখ অন্তহীন ব্যথাগুলি
দুহাতে ছড়াই তুমি হেঁটে গেলে পথে কালো পতাকা দেখাই
তোমাকে সহস্র করতালির ভিতরে একা মূর্তিমান পাগলের মতো
পাষণ্ড লম্পট বলে ফেটে পড়ি, আমি তো গীতার
স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষি নই, অভিমানে অহঙ্কারে ক্রোধে ব্যর্থতায়
নিরেট মানুষ, তুমি সহিষ্ণুতার শেষ সীমা ভেঙে উন্মাদ করেছ।

দেরি

তুমি খুব দেরি করে এলে
তুমি অসময়ে এলে খুব।
আকাশে ভীষণ নিচু মেঘ
বাতাসে প্রবল করাঘাত
রক্তে অবলুপ্ত সব স্মৃতি
তুমি খুব দেরি করে এলে।

না হয় ছিলোনা প্রিয় ভুল
রোদ্দুরের দগ্ধশ্লোক দিন
ভূতাবিষ্ট ব্যাকুল প্রেমিক
তুমি তার আজন্ম প্রবাস।

তুমি তার একমাত্র নদী
রক্তলিপ্ত ক্ষতি আর ক্ষয়
অপমান ঘৃণা পরাজয়
ভাঙা ব্রীজ শীত মুক্তি ফেরা

তুমি খুব দেরি করে এলে
তুমি অসময়ে এলে খুব।

একা

এখন সমস্ত দিন কেটে যায় তীর্থে তরুতলে একা একা
অশ্রুহীন সারারাত ব্যাকুলতাহীন ভোর গভীর দুপুর
ঘুরে ঘুরে বারোমাস মনোকষ্টহীন জলে রোদ্দুরে হাওয়ায়
এখন জীবন দেখে গাঢ়তম শূন্যে স্থির আকাশের নীল

দেখে ধুলো বালি কীর্ণ মাটি ঘাস গুল্ম কাঁটালতা
নিরুদ্দিষ্ট নিচু মুখ মানুষেরা পিঁপড়ে ও পাথর
এখন বৃথাই মাথা কোটে এসে ঘরে দোরে বুনো ঝড়ো হাওয়া
অর্থহীন জল পড়ে আর পাতা নড়ে আর জল পড়ে যায়
জীবন জানেনা কেন প্রতিদিন স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা ছিল
জীবন জানেনা কেন অভিমান আমরণ বুকে লিপ্ত ছিল
কেন স্মৃতিলব্ধব্যথা প্রতিক্ষণ ছেয়েছিল রক্তক্ষতব্রতের অশ্রুকে
এসব জানেনা কিছু এজীবন অর্থহীন জল পড়ে পাতা নড়ে আর
অভিমানহীন বেলা বেড়ে ওঠে তীর্থে তরুতলে একা একা

কবিতার কাছাকাছি একা

উত্তাল তিরিশ ছুঁয়ে এপারে এসেছি এতদিনে
ভুল হচ্ছে চেনা রাস্তা ভুল হচ্ছে চিরচেনা গলি
পৃথিবী প্রবাস লাগছে চতুর্দিকে বিপুল বিস্তৃত
গ্রামগুলি শহরগুলি একই অন্ধকারে নিমজ্জিত
একই অন্ধকারে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে স্বপ্নগুলি
প'ড়ে আছে আলোছাড়া প'ড়ে আছে জানলায় প্রতিমা
ত্রিকুট পাহাড় ধ্যান পাথরের রামকৃষ্ণ কংসাবতী নদী
অর্থহীন ব্যাকুলতা নিদ্রাহীন অস্থির পায়চারী
বড় দ্রুত নানা রঙের দিনগুলি মিলিয়ে গিয়েছে
উত্তর তিরিশ জুড়ে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ তর্জনীর মত রেখা।

ভেঙেছে গল্পের গ্রাম ছোলাভাঙা কিংবদন্তী যেন
পুড়েছে বুকের ধূপ বিশ্বাসপ্রবণ দিনে রাতে
কেউ আসেনি অন্ধকার মুচড়ে ঘোর দুর্দিনে কখনো
কেউ দেখেনি খোলা দরজা দিয়ে তীব্র প্রবাহিত হাওয়া
জল পড়েছে পাতা নড়েছে আকাশে বেজেছে করাঘাত
বাঁকুড়া কলকাতা জুড়ে ভাঙাবাংলা নিসর্গ শূন্যতা
নিঃস্ব আকাশের মত নীল হয়ে বিস্তৃত হয়েছে
তাজা চকখড়ির মত ক্ষয়ে গেছে একা একলা রেখা।

উত্তাল তিরিশ ছুঁয়ে বড় দ্রুত চ'লে এসেছি নিজের নিকটে
প্রবাস পৃথিবী ঘিরে বেঁচে থাকা দীর্ঘদিন হলো

আলো জ্বালতে হলো আজ ঘন অনুতাপের লণ্ঠনে
নতুনচটির স্থির গৃহবন্দী পান্থশালা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে জীবন
প'ড়ে থাকল প্রিয় ভুল প'ড়ে থাকল উত্তরাধিকার
সেগুনের পাতা পোড়ানো লু বইল জ্বরের দুপুরে
পদ্মের পাতার মত গোপন জলের ফোঁটা ধ'রে রইল স্মৃতি
নির্ধারিত সঙ্গিনীও গুনগুনিয়ে গেল নীল ভ্রমর পাখার অন্ধকারে
বড় ভাঙাচোরা এই উত্তর তিরিশে আজো দুরারোগ্য কবিতার
কাছাকাছি একা।